দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পরীক্ষার ফি নিয়ে ঝামেলা ঃ বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিছু বলুন—

সকল মাধ্যমিক স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফরম পূরণ হয়েছে। জমা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার ফি। এই ফি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুখ খুললেন না। কোন কথা বললেন না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সব স্কুল কর্তৃপক্ষই আগের মত টাকা নিলেন। ভোগান্তি হল গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের। এ নিয়ে আমরাও লিখেছিলাম কিন্তু কাজে এল না। তাহলে কি কারও কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে?

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ হচ্ছে, পরীক্ষার ফি দেবার সময় তাদের কাছ থেকে বেশী টাকা নেয়া হচ্ছে। সারা দেশের সব স্কুলের প্রায় একই অবস্থা এই ফি-এর ব্যাপারে। কম করে হলেও মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে এক হাজার টাকা। বিজ্ঞান বিভাগে এগার শ' থেকে বার শ' টাকা। কোন কোন স্কুলে টাকার অংক দেড় দু' হাজার পর্যন্ত উঠেছে।

কেন উঠেছে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে ছাত্রদের মধ্যে। আর স্কুল কর্তৃপক্ষের কিছু বলার নেই তাও ঠিক নয়। অভিযোগ উঠেছে-বোর্ডের সব ফি মিলালে কিছুতেই পাঁচশ' টাকার বেশী হতে পারে না। কিন্তু ফি-এর তালিকায় অনেক খাতই আছে। এ খাত এক এক স্কুলে এক এক রকম। এ খাতের কোন সামঞ্জস্য নেই। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, জোর করে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং ফি নিচ্ছেন। কোচিং কিছুতেই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। আর প্রকৃতপক্ষে কোচিং ফি নেবার কোন নৈতিক অধিকারও স্কুল কর্তৃপক্ষের নেই। কারণ, স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফির সাথে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জুন পর্যন্ত বেতন নিয়ে নেন। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসে না। ক্লাস করে না। শিক্ষকদেরও ক্লাস নিতে হয় না। তবুও পরীক্ষার্থীদের ঐ ছয় মাসের বেতন দিতে হয় পরবর্তী জুন পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্কুলের নিয়মিত ছাত্র থাকার জন্য। এ ছয় মাসের বেতন স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন পরিশ্রম ছাড়াই পান। তাই ছাত্রদের বক্তব্য হচ্ছে, কোচিং বাধ্যতামূলক হলে নতুন করে কোচিং ফি কেন দিতে হবে। ঐ ছয় মাসের বেতনের জন্যই স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত নতুন কোচিং ফি না নিয়ে পরীক্ষার্থীদের কোচিং করা।

এ প্রশ্নের জবাব কোনদিন শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ দেন না। তারা ছয় মাসের বাড়তি বেতন নেন। বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং ফি নেন। নিজেরা প্রাইভেট পড়ান। আর নিত্য-নতুন যুক্তির অবতারণা করেন। এমন একটি যুক্তি আছে নির্দিষ্ট কতিপয় স্কুল কর্তৃপক্ষের।

এ সকল স্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেন, পরীক্ষা পরিচালনার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। টুল-টেবিল সাজাতে হয়। ঘর-দুয়ার গুছাতে হয়। পরীক্ষার গার্ডদের ভাতা দিতে হয়। প্রহরী হিসাবে পুলিশের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর পরীক্ষার প্রশ্ন আনা-নেয়া করতে হয়। বোর্ডে উত্তরপত্র দিয়ে আসতে হয়। সব মিলিয়ে নাকি অনেক খরচ। এ খরচ নির্ধারিত সেন্টার ফি দিয়ে সংকুলান করা যায় না। তাই আরও টাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের টাকা নাকি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিতে হয়।

কিন্তু এ বেশী টাকা নেয়ার যুক্তি কি সব স্কুলের জন্য প্রযোজ্য? সব স্কুলে তো পরীক্ষার কেন্দ্র নেই। অথচ লক্ষ্য করা যায় যে, থানা কিংবা জেলা ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে সব স্কুল কর্তৃপক্ষ একই হারের টাকা নেন ফি হিসাবে। অর্থাৎ এখানে মুড়ি মুড়কির একই দাম। পরীক্ষার কেন্দ্র থাক বা না থাক, ফি হিসাবে একই অংকের টাকা দিতে হবে।

তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন যুক্তিও আছে। যুক্তি হচ্ছে, স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকলেও নাকি ঝামেলার শেষ নেই। প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষেরই বোর্ডের নানা কাজে ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে হয়। দেন-দরবার করতে হয়। এই দেন-দরবার ও আসা-যাওয়ার ফি বোর্ডের কোন খাতেই ধার্য নেই। সুতরাং এ টাকা ছাত্রদেরই দিতে হবে। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের এ যুক্তি মেনে নিয়েও আমি বিতর্কের অবতারণা করতে চাই। আমি জানতে চাই-

(১) কোচিং ফি বাধ্যতামূলক কেন হবে? যার কোচিং নেবার আর্থিক সঙ্গতি নেই তাকেও এ টাকার অংক দিতে বাধ্য করা হবে কোন যুক্তিতে?

(২) কোচিং বাধ্যতামূলক হলে জানুয়ারি-জুন বেতনের পরিবর্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন কোচিং-এর ব্যবস্থা করবেন না? বিনা পরিশ্রমে ঐ ছয় মাসের বেতন নেবার যৌক্তিকতা কি। আমার স্কুল জীবনে কোন ফি না নিয়েই ঐ তিন মাস আমাদের কোচিং নেয়া হয়েছে।

(৩) পরীক্ষার কেন্দ্রের খরচ চালাবার জন্য ব্যয় নির্ধারিত আছে। সেই অনুসারেই বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র ফি স্থির করেছে। এর পরেও কেন্দ্রের খরচের জন্য পরীক্ষার্থীদের টাকা দিতে হবে কেন? বাড়তি টাকা প্রয়োজন হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র ফি বাড়াতে পারেন। এ বাবদ কোন বাড়তি টাকা নেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের থাকতে পারে না। এ টাকার একটা হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন। কে কার কাছে দেয় বা নেয় তাও জানা প্রয়োজন।

(৪) যে স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র নেই তাদের নিশ্চয়ই পরীক্ষা চালাবার বাড়তি ঝামেলা নেই। কিন্তু তারাও বাড়তি টাকা নিচ্ছে কোন অজুহাতে। এ ব্যাপারে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় কি? বোর্ডের কাজে ঢাকা আসা-যাওয়ার খরচ পরীক্ষার্থীদের দিতে হবে কোন যুক্তিতে?

এ প্রশ্নগুলি আমি বার বার উত্থাপন করেছি। এবারও বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে উত্থাপন করলাম। আমি মনে করি, এর একটি সুরাহা প্রয়োজন। আমি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরি। স্কুলে-কলেজে যাই। দেখেছি প্রতিটি স্কুলে পরীক্ষার ফি-এর টাকা নিয়ে বিতর্ক আছে। বাদানুবাদ আছে। টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়া নিয়ে শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর পরীক্ষার্থীদের আস্থার অভাব আছে। এই আস্থার অভাব ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছে। স্কুলে স্কুলে অভিযোগ উঠছে তহবিল তছরুপের। এ পরিস্থিতি কাম্য নয়।

আমি আরও অবাক হই যখন সরকারী স্কুল এবং কলেজে একই চিত্র দেখি। এ সকল স্কুল-কলেজের সব ব্যয়ই সরকার নির্বাহ করে থাকেন। তবুও কেন পরীক্ষার ফি হিসাবে সরকারী স্কুল-কলেজে বাড়তি টাকা নেয়া হয় তা আমি বুঝতে অক্ষম। আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। সত্যি সত্যি আমি জানতে চাই বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে কি মন্তব্য।

মাত্র ক'দিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে বোর্ডের একটি বিজ্ঞপ্তি দেখেছি সংবাদ-পত্রে। সে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে পরীক্ষার কেন্দ্র ফি ৭০ টাকা। হুশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, কোন কলেজই এর বেশী টাকা দাবী করতে পারবে না।

বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সবিনয় বলতে পারি, আপনাদের এ হুশিয়ারি কেউ মানবে না। অতীতেও মানেনি। এবারও মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানেনি। তাই আমার আবেদন-প্রয়োজন হলে পরীক্ষার কেন্দ্রের ফি-এর টাকার অংক বাড়ান। নইলে এমনি করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কোন মানে নেই। আশা করব, অন্তত এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুখ খুলবেন। এইচএসসি পরীক্ষার ফি দাখিলের সময় যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সরকারী-বেসরকারী সকল কলেজই যেন এটাকে একটি সাংবৎসরিক ব্যবসায় পরিণত না করেন।

— নির্মল সেন